গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-৫

স্মারক নং-পাসম/উঃ-৫/এক-২/২০০১/৬৪৭ তারিখ: [illegible]

বিষয় ঃ ২২শে নভেম্বর ২০০৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১২তম সভার কার্যবিবরণী।

বিগত ২২শে নভেম্বর ২০০৩ শনিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির আহবায়ক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাহজাহান সিরাজ, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উকিল আবদুস সাত্তার ভূঁঞা, বিশেষ আমন্ত্রণে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট গৌতম চক্রবর্তীসহ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির অন্যান্য সম্মানিত সদস্যগণ এবং সহায়তাকারী কর্মকর্তা হিসেবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সহায়তাকারী কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' -এ সংযুক্ত করা হল।

২। খসড়া "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রতিবেদন উপস্থাপনা

২.১ আলোচনার শুরুতে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের জন্য সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন।

২.২ পানি সম্পদ সচিব জনাব মোঃ সাইফ উদ্দিন জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সম্বন্ধে PowerPoint এ উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে স্মরনাতীত কালের ভয়াবহ বন্যার পর ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) প্রকল্প গৃহীত হয়। ১৯৯৫সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন সরকার কর্তৃক গৃহীত "বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশল" শীর্ষক প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে খসড়া "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রণীত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, খসড়া "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি" পানি সম্পদ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থা, পানি বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও এবং তৃণমূল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে।

তিনি জানান পরিকল্পনা প্রতিবেদনে স্বল্প মেয়াদী অর্থাৎ প্রথম ৫ বছরে, মধ্য-মেয়াদী অর্থাৎ পরবর্তী ৫ বছরে এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থাৎ তৎপরবর্তী ১৫ বছরের জন্য পানি সম্পদ খাতের বিভিন্ন উপখাতে মোট ৮৪টি কার্যক্রমের প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা হলে যে সুফল পাওয়া যাবে তা বর্ণনা করে সরকার গৃহীত "দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র" (যা সংক্ষেপে আইপিআরএসপি নামে পরিচিত) এর সংগে পরিকল্পনাটির সামঞ্জস্যতা সম্বন্ধে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

পরিকল্পনাটি পর্যালোচনার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, (১) ড. এম, মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (২) জনাব এম, মনিরুজ্জামান, প্রাক্তন সচিব, (৩) ডঃ এ,টি,এম, শামসুল হুদা, প্রাক্তন সচিব এবং (৪) জনাব তৌহিদুল আনোয়ার খান, সদস্য, যৌথ নদী কমিশন সমন্বয়ে ১১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির মতামত অনুযায়ী পরিকল্পনাটি সংশোধন করা হয় মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন।

২.২.১ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১১তম সভা

সংশোধিত পরিকল্পনাটি ০২ ফেব্রুয়ারী ২০০২ তারিখে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১১তম সভায় আলোচিত হয়। সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

*"৪.১ খসড়া "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি (৫ খন্ডে) জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।*

*৩.২ "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" এর অগ্রাধিকার স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম (প্রথম বর্ষ হতে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত) অতি*

৪.৩ "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা [illegible] ওয়ারপো সমীক্ষা কাজ হাতে নিবে এবং আগামী ২/৩ বছরে [illegible] সমাপ্ত করবে। বিশেষতঃ নিম্ন সমীক্ষাসমূহ অগ্রাধিকার পাবেঃ

ক) গুণগত এবং পরিমাণগত দিক থেকে ভূ-পরিস্থ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নিরূপণ;
খ) নদী ভাংগন সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপণ;
গ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড যৌথ উদ্যোগে জলাভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

৪.৪ আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প সমূহে স্থানীয় সরকার বিভাগ সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করবে।"

### ২.২.২ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৬ষ্ঠ সভা

বিগত ২০শে নভেম্বর ২০০২ তারিখে পরিকল্পনাটি বিবেচনার জন্য জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে-

"জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটির উপর বিস্তারিত আলোচনা ও বিবেচনার জন্য জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হবে"।

### ২.২.৩ পানি বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রতিবেদন

জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৬ষ্ঠ সভার আলোচনা অনুসারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১৪-০৫-২০০৩ তারিখে "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার" খসড়া পর্যালোচনা করার নিমিত্তে ডঃ এম, মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আহবায়ক করে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। কমিটির সদস্যরা হলেন - (১) ডঃ হামিদুর রহমান খান, প্রাক্তন অধ্যাপক, পানি কৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা, (২) ডঃ এ, কে, এম, জহির উদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপক, পানি কৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা, (৩) জনাব আ.ন.হ. আক্তার হোসেন, প্রধান, প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, (৪) জনাব এইচ, এস, মোজাদ্দাদ ফারুক, মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ঢাকা, (৫) ডঃ এম, আসাদুজ্জামান, গবেষণা পরিচালক, বিআইডব্লিউএস, ঢাকা, (৬) ডঃ হোসেইন জিল্লুর রহমান, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডব্লিউএস, ঢাকা এবং (৭) ডঃ ফিরোজ আহমদ, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা। কমিটি বিগত ৩০শে আগষ্ট ২০০৩ তারিখে পর্যালোচনা প্রতিবেদন পেশ করে। কমিটির সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ

"১। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যে প্রদত্ত তালিকায় বর্ণিত প্রথম পাঁচ বছরের কার্যক্রমসমূহ "খ" অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে।"

২। (১) আগামী ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে দেশের ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির (বিশেষতঃ ভূ-গর্ভস্থ) এসেসমেন্ট সম্পন্ন করতে হবে।

(২) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ঘাটতি পূরণের জন্য যথোপযুক্ত সমীক্ষা/কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৩) ভারতের আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব জরুরীভিত্তিতে নিরূপণ করতে হবে।

৩। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণসমূহের ভিত্তিতে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পুনঃপ্রণয়নের/ পর্যালোচনার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উল্লিখিত প্রথম ৫ (পাঁচ) বছরের কার্যক্রমসমূহ ছাড়াও অতিরিক্ত নতুন কিছু কার্যক্রম আগামী ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে (এনডব্লিউএমপি এর অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমসমূহ অতিরিক্ত কার্যক্রম এর তালিকা সন্নিবেশিত করা হল)।"

সবশেষে তিনি জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের নিমিত্তে সভার সিদ্ধান্ত কামনা করে সচিব তাঁর উপস্থাপনার সমাপ্তি টানেন।

## ৩। আলোচনা

৩.১ উপস্থাপনা শেষে সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, ১৯৯৬ সাল হতে পানি সম্পদ খাতে সেক্টোরাল এপ্রোচ এ পেতে শুরু করে এবং অদ্যাবধি এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় স্বার্থে পানি সম্পদ খাতে ... দারিদ্র বিমোচনে পানি সম্পদ খাতের অবদান অনস্বীকার্য বিধায় এখাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ অপরিহার্য এবং উন্নয়ন সহযোগীগণ "প্রকল্প ব্যবস্থাপনার" পরিবর্তে "কর্মসূচী ব্যবস্থাপনায় (Programme Approach)" বিনিয়োগে আগ্রহী হওয়ায় "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটিতে" সরকারী অনুমোদন অত্যাবশ্যক। এ পরিকল্পনায় শুধুমাত্র পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীসমূহই অন্তর্ভুক্ত নয় বরং সরকারের ১৩ (তের) টি মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচী এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অতঃপর সভাপতি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে তার সদয় বক্তব্য দিতে অনুরোধ জানান।

৩.২ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া উল্লেখ করেন যে, যে কোন প্রকল্প নিতে আমাদের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এত বেশী সময় ব্যয় হয় যে, নির্ধারিত সময়ে কাংখিত ব্যবস্থা নিতে আমরা সফলকাম হই না। এতে সরকারের গৃহীত জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কোন কার্যক্রমই শতকরা ১০০ ভাগ ত্রুটিমুক্ত নয়। অধিকন্তু বিশেষজ্ঞদের মাঝে কোন নির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে মতভেদ থাকবেই। তাই বর্তমান অবস্থায় দেশের স্বার্থে "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটিকে" "জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের" অনুমোদনের সুপারিশ করা যায়। তিনি আরও জানান যে, ভারত আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে এবং এর ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে মহাবিপর্যয় নেমে আসবে। এ বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এখনই পদক্ষেপ নিতে পারে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা এবং দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনমত তৈরীর ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৩.৩ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সভাপতি ভারতের আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ পরিকল্পনা সম্বন্ধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্বন্ধে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান যে, ভারতের বর্ণিত পরিকল্পনার ফলে বাংলাদেশের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করার জন্য ইতোমধ্যেই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, ইনষ্টিটিউট অফ্ ওয়াটার মডেলিং এবং সেন্টার ফর এ্যানভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিষ্টেমকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য বাংলাদেশের হাতে নেই এবং ভারত বিষয়টি সম্বন্ধে বাংলাদেশকে জানাতে অনাগ্রহী তবু সীমিত তথ্য নিয়ে সমীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বিগত ২৯ ও ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৩ সালে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত যৌথ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং এ বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে ও ঘোষণাপত্রে ভারতের আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ পরিকল্পনার প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত করার সাফল্য সম্বন্ধে বর্ণনা দেন। তিনি বিগত নভেম্বর ২০০৩ সালে নরওয়েতে "পানি সম্পদ খাতে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক কন্‌ফারেন্সে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে সভাকে অবহিত করেন যে, সেখানেও তিনি এশিয়া ও আফ্রিকাসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে ভারতের পরিকল্পনার ফলে বাংলাদেশের ক্ষতি সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছেন। ভারতের পরিকল্পনার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জনমত সৃষ্টি প্রসঙ্গে তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, এটি রাজনৈতিক ও সামাজিক পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শুধুমাত্র দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধীরে ধীরে ভারতের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনমত তৈরী হচ্ছে।

৩.৪ সভাপতির অনুরোধের প্রেক্ষিতে এ পর্যায়ে মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী জনাব শাজাহান সিরাজ সভায় বলেন যে, পানি সারা বিশ্বে যেমন দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ছে বাংলাদেশেও পানির ক্ষেত্রে একই সংকট বিরাজমান রয়েছে। বাংলাদেশের পানি খাতের এই সংকটময় অবস্থায় ভারতের পরিকল্পনা আমাদের দেশের জন্য খুবই বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি করবে। তিনি ভারতের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সমীক্ষার পাশাপাশি দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনমত গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি সভাকে আরও জানান যে, জনসংখ্যার উর্ধ্বগতি, বসতি, শিল্প স্থাপনা, ইটের ভাটায় কৃষি জমি ব্যবহারের ফলে কৃষি জমির দ্রুত হ্রাসের বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করা দরকার। সবশেষে, তিনি দেশের স্বার্থে নির্দিষ্ট সময়ে যে কোন পরিকল্পনা শেষ করার এবং পানি ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কাজের সমন্বয় সাধনের উপর জোর দেন। তিনি খসড়া "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার" অনুমোদনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

৩.৫ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সভাপতি ভারতের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সভাকে জানান যে, অদ্যাবধি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট বর্ণিত পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে তথ্য আছে তা জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সকল সম্মানিত সদস্যদের নিকট পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রেরণ করবে। খোদ ভারতের আসাম, পশ্চিম বঙ্গ এবং বিহারে ভারতের এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনমত রয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষ হতে উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট ভারতের এ পরিকল্পনায় অর্থায়ন না করার অনুরোধ জানান হয়েছে।

৩.৬ এ পর্যায়ে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উকিল আবদুস সাত্তার ভূঁঞা বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে, পরিকল্পনা/প্রকল্প গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করা আমাদের জন্য জরুরী। নদী ভরাট, নদী দখল, পুকুর সংস্কার, পানি সংরক্ষণ, নদী খনন এই সকল বিষয়গুলি আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। ভারতের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি তাঁর

৩.৭ মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মহোদয়ের অনুরোধে ... মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন যে, পরিকল্পনায় নদী ও খাল খনন, পানি সংরক্ষণ, ফিস পাস ইত্যাদি কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩.৮ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ সভাকে অবহিত করেন যে, যেহেতু পানির সংগে ভূমির সম্পর্ক রয়েছে তাই জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমি মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত রাখা যেতে পারে। তিনিও পরিকল্পনাটি অনুমোদনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

৩.৯ সদস্য যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ সভাকে অবহিত করেন যে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের ভয়াবহ উপস্থিতিতে বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে ভূ-পরিস্থ পানির উপর জোর দিতে হবে এবং এ জন্যই গঙ্গা বাঁধ, ব্রহ্মপুত্র বাঁধ এবং মেঘনা বাঁধ তৈরীর বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া জরুরী।

৩.১০ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি সম্পদ কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ফজলুল বারী সভায় বলেন যে, পরিবেশের জন্য নদীতে কি পরিমাণ পানির প্রয়োজন এ বিষয়ে বুয়েটে এ গবেষণা হয়েছে। ভাটির দেশ হিসাবে নদীর পানির ন্যায্য হিস্‌সা পেতে এ বিষয়টি "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায়" অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর প্রকল্প গ্রহণে ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার সম্পর্কিত বক্তব্যকে সময়োপযোগী বলে বর্ণনা করে কর্মসূচী/প্রকল্প গ্রহণে ন্যূনতম সময় ক্ষেপণের পথ অনুসরণের প্রস্তাব রাখেন। ভারতের পরিকল্পনা সম্বন্ধে এখনই পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করে তিনি আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর জোর দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তা না হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবং একবার ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষিত হলে তা দুষণমুক্ত করা প্রায় অসম্ভব। যেখানে খোদ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও ভূ-গর্ভস্থ জলাধার দূষণমুক্ত করা খুবই দুরূহ ব্যাপার সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা সহজেই অনুমেয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৩.১১ এ পর্যায়ে সভাপতি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে আর্সেনিক সম্বন্ধে বক্তব্য দিতে অনুরোধ করলে মাননীয় মন্ত্রী এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

**৪.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ**

৪.১ খসড়া "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা"টি (৫ খণ্ডে) জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৪.২ "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা"-এ প্রস্তাবিত স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম (প্রথম বর্ষ হতে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত) অতি শীঘ্র বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

৪.৩ "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা"-এ যে সকল বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা (knowledge gap) রয়েছে সে বিষয়গুলো সম্বন্ধে ওয়ারপো সমীক্ষা কাজ হাতে নিবে এবং আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে তা সমাপ্ত করবে। বিশেষতঃ নিম্নোক্ত সমীক্ষাসমূহ অগ্রাধিকার পাবে :

- ক) গুণগত এবং পরিমাণগত দিক থেকে ভূ-পরিস্থ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নিরূপণ;
- খ) নদী ভাংগন সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপণ;
- গ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এর যৌথ উদ্যোগে জলাভূমির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

৪.৪ আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প সম্বন্ধে স্থানীয় সরকার বিভাগ সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করবে।"

৪.৫ জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-২০০১ এর হালনাগাদকরণের (updating) সময় পানি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টে উল্লিখিত সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণসমূহ (observations) (অনুচ্ছেদ ২.২.৩ এ বর্ণিত) বিবেচনায় আনয়ন।

৪.৬ ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আন্তঃবেসিন নদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব জরুরীভিত্তিতে নিরূপণের জন্য একটি সমীক্ষা কাজ অবলম্বে গ্রহণ।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৪/১২/০৩

(হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম)
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
এবং
আহবায়ক
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি

## ২২-১১-২০০৩ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১২তম সভায় উপস্থিত মাননীয় সদস্য ও সহায়তাকারী কর্মকর্তাদের তালিকা

১। জনাব আবদুল মান্নান ভূইয়া, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

২। জনাব শাজাহান সিরাজ, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৩। উকিল আবদুস সাত্তার ভূঞা, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৪। এডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৫। জনাব মুহঃ ফজলুর রহমান, সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

৬। জনাব মোঃ সাইফ উদ্দিন, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৭। জনাব মোখলেছুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ঢাকা

৮। জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ্ মজুমদার, যুগ্ম-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৯। জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, যুগ্ম-সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১০। জনাব তৌহিদুল আনোয়ার খান, সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ।

১১। জনাব এইচ,এস,এম, ফারুক, মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা।

১২। ড. মোঃ ফজলুল বারী, অধ্যাপক, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা।

১৩। ড. ফাহফুজুল হক, উপ-সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

১৪। জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, উপ-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৫। জনাব তালাত মাহমুদ খান, সিনিয়র সহকারী সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৬। ঢালী আবদুল কাইয়ুম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা।

১৭। জনাব মোঃ ফায়জুল হক, তথ্য অফিসার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।